মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

www.dhakaeducationboard.gov.bd

নং-৩২০/ক/স্বী:/৯২(অংশ-২)/২৪৩

তারিখ : ০২/১১/২০২১

বিষয় ঃ ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলাধীন "দোলেশ্বর আব্দুল মান্নান আদর্শ মহাবিদ্যালয়" এর প্রবিধানমালার ৪৯(১) ধারা অনুযায়ী গঠিত সংস্থা পরিচালিত গভর্নিং বডি ভেঙ্গে দেয়া প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ

১। উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয়, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা এর পত্র নং উ: চে: কে:/২০২১/২২৬, তারিখঃ ১০/০১/২০২১।

২। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর ১৩/০৯/২০২১ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন।

৩। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর পত্র নং-৩২০/ক/স্বী:/৯২(অংশ-২)/১৭৩, তারিখ: ২২/০৯/২০২১।

৪। অধ্যক্ষের পত্রের স্মারক নং ৮২৯/২১/কা/দ/নো/জ, তারিখ: ২৯/০৯/২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলাধীন "দোলেশ্বর আব্দুল মান্নান আদর্শ মহাবিদ্যালয়" এর

ক. সূত্রোক্ত তদন্ত প্রতিবেদন এর সুপারিশ অনুযায়ী দোলেশ্বর কল্যাণ সংস্থা/ট্রাস্ট টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মজ অথবা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত বিধিবদ্ধ/বৈধ সংস্থা বা ট্রাস্ট নয়। এ প্রেক্ষিতে দোলেশ্বর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় এবং দোলেশ্বর আব্দুল মান্নান মহাবিদ্যালয়, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা, **"মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) গঠন সংক্রান্ত প্রবিধানমালা,২০০৯"** এর প্রবিধি ৪৯(১) অনুযায়ী সংস্থা পরিচালিত কমিটি প্রাপ্য নয়। উল্লেখ্য, দোলেশ্বর আদর্শ বিদ্যালয় এবং দোলেশ্বর আব্দুল মান্নান মহাবিদ্যালয়, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা একই ভবনে দুটি ভিন্ন ইআইআইএন নম্বর সম্বলিত দুটি স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; যা "বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা,১৯৯৭" এর পরিশিষ্ট-১ এর ক্রমিক ৪ ও ৫ অনুযায়ী বিধিসম্মত নয়।

খ. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আইন উপদেষ্টার মতামত অনুযায়ী "বিগত ১৪/০৫/১৯৮৫ তারিখে দোলেশ্বর কল্যাণ সংস্থার বরাবর রেজিস্ট্রার্ড ট্রাস্ট দলিল নং-২১৬, মোসাম্মৎ রাবেয়া খাতুন কর্তৃকতা সম্পাদিত হয়। যা রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট-১৯০৮ এর ১৭ ধারা অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং ট্রাস্ট এ্যাক্ট ১৮৮২ এর ৫ ও ৬ ধারা অনুযায়ী গঠন করা যায়। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সেবা ও কল্যাণমূলক হওয়া সত্ত্বেও তা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মজ অথবা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক দোলেশ্বর কল্যাণ সংস্থা এবং নাম ও গঠন প্রণালী সংক্রান্ত নিবন্ধন যথাযথভাবে সম্পাদিত হয় নাই। দোলেশ্বর কল্যাণ সংস্থা এর নাম এবং তার কার্যক্রমের জবাবদিহিতার জন্য অবশ্যই নিবন্ধন প্রয়োজন ছিল।

শুধুমাত্র ট্রাস্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী ট্রাস্ট গঠন এবং রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী দলিল রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলেই দোলেশ্বর কল্যাণ সংস্থার নাম নিবন্ধিত মর্মে বিবেচিত হয় না। দেশের প্রচলিত সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট-১৮৬০ এর ০১ ও ২০ ধারার অধীন জন-কল্যাণ মূলক কার্যক্রমের নিবন্ধন রেজিস্ট্রার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মজ এ হয়ে থাকে। যেহেতু দোলেশ্বর কল্যাণ সংস্থা এর অধীনে কার্যক্রমসমূহ জনকল্যাণমূলক, সেকারণে এর নাম এবং উহার অধীন কার্যক্রমসমূহের জবাবদিহিতার জন্য নিবন্ধন হওয়া আবশ্যক।

এই ক্ষেত্রে দোলেশ্বর কল্যাণ সংস্থার নাম এবং গঠনতন্ত্র সোসাইটি এ্যাক্ট এর অধীনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মজ অথবা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হওয়া আবশ্যক। দোলেশ্বর আব্দুল মান্নান আদর্শ মহাবিদ্যালয়টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মজ অথবা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত না হওয়ায় সেখানে সংস্থা পরিচালিত গভর্নিং বডি অনুমোদন সঠিক হবে না।

গ. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর পত্র নং-৩২০/ক/স্বী:/৯২(অংশ-২)/১৭৩, তারিখ: ২২/০৯/২০২১ **"মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) গঠন সংক্রান্ত প্রবিধানমালা,২০০৯"এর প্রবিধি ৪৯(১) অনুযায়ী সংস্থা পরিচালিত গভর্নিং বডি বাতিলপূর্বক প্রবিধি ৪ ও ৫ অনুযায়ী গভর্নিং বডি গঠন সংক্রান্ত কারণ দর্শানো পত্রে** সভাপতি কোন জবাব প্রদান করেননি। অধ্যক্ষের জবাবে দোলেশ্বর কল্যাণ সংস্থার বৈধতার বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন প্রকার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, সূত্রোক্ত তদন্ত প্রতিবেদন,আইন উপদেষ্ঠার মতামত এবং অধ্যক্ষ কর্তৃক কারণ দর্শানো পত্রের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় **"মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) গঠন সংক্রান্ত প্রবিধানমালা,২০০৯"** এর ধারা ৩৮ (গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত,ম্যানেজিং কমিটি বাতিলকরণ, ইত্যাদি। –(১) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে, প্রবিধান ৩৬ এর

(অপর পাতায় দ্রষ্টব্য.....২)

Scanned with CamScanner

লংঘন, বোর্ড বা সরকার কতৃর্ক জারীকৃত নির্দেশনা অমান্যকরণ, অদক্ষতা, আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা বা অনুরূপ অন্য কোন কারণে বোর্ড যে কোন সময় গভর্ণিং বর্ডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি ভাঙ্গিয়া দিতে বা প্রবিধান ৫(৩) এর অধীন মনোনীত উহার সভাপতি বা যে কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী একটি গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া বা সভাপতি বা সদস্যের সদস্যপদ বাতিলের পূর্বে বোর্ড গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি কেন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে না বা সংশ্লিষ্ট পদ বাতিল হইবে না, এই মর্মে কারণ দর্শাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে এবং উক্তরূপ নির্দেশ প্রাপ্তির অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে সংশিষ্ট গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত,ম্যানেজিং কমিটি বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইতে হইবে।

(৩) বোর্ড স্বপ্রণোদিত হইয়া বা সরকারের নির্দেশে গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির যে কোন কার্য বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে কিংবা কোন অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র তলব করিতে পারিবে।) অনুযায়ী ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলাধীন "দোলেশ্বর আব্দুল মান্নান আদর্শ মহাবিদ্যালয়" এর চলমান সংস্থা পরিচালিত গভর্নিং বডি এতদ্বারা ভেঙ্গে দেয়া হলো এবং প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে বিধি মোতাবেক পুনরায় নিয়মিত কমিটি গঠন করার নিমিত্তে এডহক কমিটি গঠনের অনুমতি নেয়ার জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, দোলেশ্বর আদর্শ বিদ্যালয় এবং দোলেশ্বর আব্দুল মান্নান মহাবিদ্যালয়, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা একই ভবনে দুটি ভিন্ন ভিন্ন ইআইআইএন নম্বর সম্বলিত দুটি স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; যা **"বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা,১৯৯৭" এর পরিশিষ্ট-১ এর ক্রমিক ৪ ও ৫** অনুযায়ী বিধিসম্মত নয় বিধায় আগামী ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে "দোলেশ্বর আব্দুল মান্নান আদর্শ মহাবিদ্যালয়" কাম্য পরিমাণ জমিসহ নিজস্ব স্থাপনায় ভিন্ন ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের আদেশক্রমে

০২/১১/০২১

প্রফেসর আবু তালেব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন
কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা।
ফোন : ৫৮৬১২৪৭৬
ইমেইল: ic@dhakaeducationboard.gov.bd

অধ্যক্ষ
দোলেশ্বর আব্দুল মান্নান আদর্শ মহাবিদ্যালয় (ইআইআইএন-১০৮১১২)
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

মেমো নং- ২৪৬(৮)

তারিখ ঃ ০২/১১/২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো:

১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৪। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।
৫। জেলা শিক্ষা অফিসার, ঢাকা।
৬। সাবেক সভাপতি, সংস্থা পরিচালিত গভর্নিং বডি, দোলেশ্বর আব্দুল মান্নান আদর্শ মহাবিদ্যালয়, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।
৭। পি. এস. টু চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৮। অফিস কপি।

সংযুক্তি

১। "মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) গঠন সংক্রান্ত প্রবিধানমালা,২০০৯" এর প্রবিধি ৪৯(১)।
২। "মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) গঠন সংক্রান্ত প্রবিধানমালা,২০০৯" এর প্রবিধি ৪ ও ৫।
৩। "মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) গঠন সংক্রান্ত প্রবিধানমালা,২০০৯" এর ধারা "৩৮।
৪। বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা,১৯৯৭" এর পরিশিষ্ট-১ এর ক্রমিক ৪ ও ৫।

০২/১১/০২১

কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা।

Scanned with CamScanner

সংযুক্তি ১,২,৩,৪

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ৮, ২০০৯

[বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ জুন ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ/২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

এস, আর, ও নং ৯৯-আইন/২০০৯।—Intermediate and Secondary Education Ordinance, 1961 (E.P. Ord. No. XXXIII of 1961) এর section 39 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকায় অবস্থিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "অভিভাবক" অর্থ কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত—

(অ) কোন শিক্ষার্থীর পিতা অথবা মাতা;

মূল্য ঃ টাকা ১৪.০০

(ই) শিক্ষক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সদস্যগণের মধ্য হইতে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য নির্বাহী কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হইবার পর প্রতিষ্ঠান প্রধান সদস্য-সচিব হইবেন।

(২) নূতন স্থাপিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতিদানকালে বোর্ড প্রস্তাবিত নির্বাহী কমিটি অনুমোদন করিবে।

(৩) নির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাহী কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) এই প্রবিধানের অধীন গঠিত নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হইবে উহার প্রথম সভার তারিখ হইতে পরবর্তী তিন বৎসর এবং স্বীকৃতিলাভের পূর্ব পর্যন্ত পরবর্তী প্রতি তিন বৎসরের জন্য, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতিলাভ করিবার পরও বিদ্যমান নির্বাহী কমিটির মেয়াদ অবশিষ্ট থাকিলে উক্তরূপ অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিদ্যমান নির্বাহী কমিটি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করিবে এবং নির্বাহী কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব, ক্ষেত্রমত, প্রবিধান ৪ ও ৭ এর অধীন গঠিত গভর্ণিং বডির বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির উপর ন্যস্ত হইবে।

(৫) এই প্রবিধানমালার অধীন গঠিত গভর্ণিং বডির বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির যে সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকিবে এই প্রবিধানের অধীন গঠিত নির্বাহী কমিটিরও অনুরূপ দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকিবে।

৪৯। সংস্থা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি।—(১) ট্রাস্ট, মিশনারী, শিক্ষাসমাজ, সেনানিবাস, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, রেলওয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড বা এইরূপ অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তরূপে গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা যাইতে পারে, যথা ঃ—

(ক) সভাপতি ঃ সংস্থার প্রধান বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি;

(খ) সদস্য-সচিব ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান (পদাধিকারবলে);

(গ) সদস্য—

(অ) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্য হইতে তাঁদের ভোটে নির্বাচিত কিংবা তাঁহাদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে সংস্থা প্রধান কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য;

(আ) শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত তিনজন সদস্য যাহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন মহিলা হইবেন।

 সংযুক্তি-2

৩। **গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি।**—(১) প্রবিধান ৪৮, ৪৯, ৫০ ও ৫১ এর অধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত—

(ক) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রত্যেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব এই প্রবিধানমালা অনুসারে গঠিত গভর্ণিং বডির উপর ন্যস্ত থাকিবে;

(খ) মাধ্যমিক স্তরের প্রত্যেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব এই প্রবিধানমালা অনুসারে গঠিত ম্যানেজিং কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) এই প্রবিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন প্রকল্পের অধীন নতুন স্থাপিত মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, প্রকল্প চলাকালীন সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের নিকট উহার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিতে, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন।

৪। **গভর্ণিং বডির গঠন।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গভর্ণিং বডি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রবিধান ৫ এর অধীন মনোনীত একজন সভাপতি;

(খ) সকল শিক্ষকের মধ্য হইতে তাঁহাদের ভোটে নির্বাচিত দুইজন সাধারণ শিক্ষক সদস্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের ভোটে একজন এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের ভোটে একজন শিক্ষক সদস্য নির্বাচিত হইবেন ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, দফা (গ) এর বিধান কোন মহিলা শিক্ষককে সাধারণ শিক্ষক সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইতে নিবৃত করিবে না;

(গ) মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক সদস্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উভয় স্তরের মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের ভোটে সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক সদস্য নির্বাচিত হইবেন;

Scanned with CamScanner

(ঘ) একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত চারজন সাধারণ অভিভাবক সদস্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের ভোটে দুইজন এবং মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের ভোটে দুইজন সাধারণ অভিভাবক সদস্য নির্বাচিত হইবেন ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, দফা (ঙ) এর বিধার প্রবিধান ১৮ এর উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন মহিলা অভিভাবককে সাধারণ অভিভাবক সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইতে নিবৃত করিবে না;

(ঙ) একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের এবং মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের এবং মাধ্যমিক স্তরের দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের ভোটে সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য নির্বাচিত হইবেন;

(চ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হইবেন, তবে একাধিক প্রতিষ্ঠাতা থাকিলে তাঁহাদের মধ্য হইতে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত একজন সদস্য;

(ছ) দাতাগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত একজন সদস্য;

(জ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(ঝ) একজন কো-অপ্ট সদস্য যিনি স্থানীয় একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এবং গভর্ণিং বডির প্রথম সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে যাহাকে কো-অপ্ট করা হইয়াছে।

(২) কোন শিক্ষক কিংবা শিক্ষক শ্রেণীর সদস্য গভর্ণিং বডির সভাপতি পদে মনোনীত হইবেন না।

সংযুক্তি-২

(৩) কোন শ্রেণীর সদস্য পদে যদি প্রার্থী পাওয়া না যায় তাহা হইলে, উক্ত শ্রেণীর সদস্যপদ শূন্য থাকিবে এবং এইরূপ সদস্য ব্যতিরেকেই অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গভর্ণিং বডি গঠিত হইবে।

৫। **গভর্ণিং বডির সভাপতি মনোনয়ন।**—(১) কোন স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্য তাহার নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এমন সংখ্যক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন যেন উক্ত এলাকায় অবস্থিত, এই প্রবিধানমালার আওতাভুক্ত নহে এইরূপ অন্যান্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ, তাহার এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা চার এর অধিক না হয়।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্য, তাঁহার নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত যে সকল উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহার উল্লেখসহ, লিখিতভাবে এই প্রবিধানমালার অধীন বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন এবং উক্ত অভিপ্রায় পত্র সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সভাপতি হিসাবে তাহার মনোনয়নরূপে গণ্য হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সভাপতি মনোনয়নের লক্ষে প্রতিষ্ঠান প্রধান, স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও শিক্ষানুরাগী বক্তিগণের সহিত আলোচনাক্রমে, সংরক্ষিত আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা, সরকারি বা স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি বা স্থানীয় খ্যাতিমান সমাজসেবকগণের মধ্য হইতে তিনজন ব্যক্তির নাম ও জীবন-বৃত্তান্ত বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান উক্তরূপ প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে তাহার বিবেচনামত একজনকে সভাপতি মনোনীত করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধানের অধীন কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে দুইটির অধিক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদে মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে না।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের নামের তালিকাক্রম কোন ক্রমেই তাঁহাদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারক্রম হিসাবে গণ্য হইবে না।

৬। **বিশেষ ক্ষেত্রে গভর্ণিং বডির সভাপতির মনোনয়ন।**—এই প্রবিধানমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন—

(ক) সংসদ ভাঙিয়া গেলে বা কোন কারণে কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনরত কোন সংসদ সদস্যের সদস্য পদ শূন্য হইলে উক্তরূপ সংসদ ভাঙিয়া যাইবার বা, ক্ষেত্রমত, সংসদ সদস্যের সদস্যপদ শূন্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদে তাঁহার দায়িত্বের অবসান ঘটিবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বা তদকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা গভর্ণিং বডির অবশিষ্ট মেয়াদে সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন ;

৩৬। **সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত অনুসরণীয় বিধান।**—(১) গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রেমত, ম্যানেজিং কমিটি এই প্রবিধানমালা কিংবা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সময় সময় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ, সিদ্ধান্ত এবং বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত কোন আদেশের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে এইরূপে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না।

(২) এই প্রবিধানমালার সহিত সংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, উক্তরূপে গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রেমত, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে দায়ী হইবেন।

৩৭। **সভার কার্যবিবরণী।**—(১) প্রতি সভার কার্যবিবরণী একটি কার্যবিবরণী বহিতে লিখিত ও সংরক্ষিত এবং গভর্ণিং বডির বা, ক্ষেত্রেমত, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(২) প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী সভায় পঠিত ও অনুমোদিত হইবে।

৩৮। **গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি বাতিলকরণ, ইত্যাদি।**—(১) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে, প্রবিধান ৩৬ এর লংঘন, বোর্ড বা সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অমান্যকরণ, অদক্ষতা, আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা বা অনুরূপ অন্য কোন কারণে বোর্ড যে কোন সময় গভর্ণিং বর্ডি বা, ক্ষেত্রেমত, ম্যানেজিং কমিটি ভাঙ্গিয়া দিতে বা প্রবিধান ৫(৩) এর অধীন মনোনীত উহার সভাপতি বা যে কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী একটি গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া বা সভাপতি বা সদস্যের সদস্যপদ বাতিলের পূর্বে বোর্ড গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি কেন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে না বা সংশ্লিষ্ট পদ বাতিল হইবে না, এই মর্মে কারণ দর্শাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে এবং উক্তরূপ নির্দেশ প্রাপ্তির অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে সংশিষ্ট গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত,ম্যানেজিং কমিটি বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইতে হইবে।

(৩) বোর্ড স্বপ্রণোদিত হইয়া বা সরকারের নির্দেশে গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির যে কোন কার্য বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে কিংবা কোন অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র তলব করিতে পারিবে।

৩৯। **এডহক কমিটি।**—(১) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি পুনর্গঠনে ব্যর্থ হইলে অথবা উহা সঠিকভাবে গঠিত না হইলে বা বাতিল হইলে বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের জন্য নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে এডহক কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) সভাপতি—বোর্ড কর্তৃক মনোনীত;

(খ) সদস্য-সচিব—সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান;

বেসরকারী উদ্যোগে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং- শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৩৯/৯৬/২৩০(৬০৬)

তারিখ : ২৩-০৪-৯৭ইং / ১০-০১-১৪০৪বাং

বিষয় : বেসরকারী উদ্যোগে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা।

সরকার সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন এবং বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করিতেছেন। দেশের চাহিদার নিরিখে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত প্রচলিত নীতিমালা অধিকতর স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় সরকার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নিম্ন বর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করিয়াছেন।

২। বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে সরকার জাতীয় বাজেট সংস্থান সাপেক্ষে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন কমসূচীভূক্তি ও অনুদান প্রদান করিয়া থাকেন। লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, এতদসংক্রান্ত সরকারী নীতি ও নির্দেশাবলী সম্পর্কে প্রতিষ্ঠাতাগণ পূর্বাহ্নে সম্যক ধারণ না থাকায় সরকারের পক্ষে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানকে যথাসময়ে স্বীকৃতি প্রদানসহ শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতার সরকারী অংশের মঞ্জুরী ও উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্তির উদ্যোগ লইতে নানা জটিলতার সম্মুখিন হইতে হয়। ফলে উদ্যোক্তগণসহ কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। অপরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হইয়া শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময়ের অপচয় হয়।

৩। উপরোক্ত অবস্থা নিরসনকল্পে ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারী এডুকেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ৩৩ নম্বর আইন) এর ৩১(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার দেশের সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়ণের জন্য প্রণীতব্য প্রবিধানমালা জারী সাপেক্ষে স্থানীয় উদ্যোক্ত, নিয়োজিত শিক্ষক, অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সুবিধার্থে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণের সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, চালু ও স্বীকৃতি প্রদানের নীতিমালা :

(১) একটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ কিংবা মাদ্রাসা) স্থাপন করিবার পূর্বে উদ্যোক্তগণকে প্রথমেই ৫০ টাকার নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পের উপর পরিশিষ্ট-১ এ (যে প্রতিষ্ঠানের জন্য যাহা প্রযোজ্য) বর্ণিত ন্যূনতম চাহিদা ও শর্ত পূরণ করিবার অংগীকার প্রদান করিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের নিকট, মাধ্যমিকসহ মহাবিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের নিকট আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ আবেদন করিতে হইবে। তারিখ উল্লেখ করিয়া আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমতি আবশ্যক হইবে।

(২) আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক কিংবা সংশ্লিষ্ট বোর্ড সর্বোচ্চ ৪(চার) মাস সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া সংশ্লিষ্ট আনুষংগিক কাগজ ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনাপূর্বক বিদ্যালয় চালু করিবার প্রাথমিক অনুমতি প্রদান অথবা প্রত্যাখান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তগণকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন। নির্ধারিত চার মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাইতে ব্যর্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

সংযুক্তি-(৪)

(ক) স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে একবার সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন পাবলিক পরীক্ষায় ছাত্র/ছাত্রীদেরকে অংশ গ্রহণ করাইতে হইবে।

(খ) এসএসসি অথবা এইচএসসি কিংবা আলীম বা দাখিল পর্যায়ে (যেখানে যাহা প্রযোজ্য) অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর ন্যূনতম ৭৫% কে পাবলিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে এবং অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর ন্যূনতম ৫০% পাশ করিতে হইবে।

(গ) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় কমপক্ষে ১০(দশ) জন শিক্ষার্থীকে অংশ গ্রহন করিতে হইবে এবং ৭০% উত্তীর্ণ ফলাফল অর্জন করিতে হইবে।

(৫) ৩ বছর মেয়াদী প্রাথমিক অনুমতির মেয়াদ শেষে বৃত্তি পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির হার, শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি ও বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (শিক্ষা সমাপনী চক্রের হার) প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া দ্বিতীয় মেয়াদে ৫(পাঁচ) বৎসরের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করা হইবে এবং একই প্রক্রিয়ায় মূল্যায়নের পরে সাফল্যজনকভাবে দ্বিতীয় পর্বের স্বীকৃতির মেয়াদ শেষে স্থায়ী স্বীকৃতি প্রদান করা হইবে। তবে শর্ত থাকিবে যে, স্বীকৃতি প্রদানের ফলে শুধুমাত্র স্বীকৃতি ব্যতিরেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উন্নয়ন প্রকল্প ভূক্তি অথবা আর্থিক অনুদান অথবা বেতনের সরকারী অংশ প্রদানের দায়ভার সরকারের উপর বর্তাইবে না। ইহা ছাড়া শর্ত থাকিবে যে, অস্থায়ী স্বীকৃতি প্রদানের ৫(পাঁচ) বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে অবশ্যই পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পূরণীয় শর্ত পালন করিয়া নবম শ্রেণী খুলিবার অনুমতি চাহিতে পারিবে। একইভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দাখিল মাদ্রাসা ও আলীম মাদ্রাসা হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য পূরণীয় শর্ত পালন করিয়া নূতন শ্রেণী খুলিবার অনুমতি চাহিতে পারিবে।

(৭) স্বীকৃতি পাওয়ার পর, অস্থায়ী স্বীকৃতির মেয়াদ অতিক্রমকালে অথবা স্থায়ী স্বীকৃতি প্রাপ্তির পরে যে কোন পর্যায়ে প্রযোজ্য শর্তের ব্যত্যয় ঘটিলে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি স্থগিত কিংবা স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৫। ইতোপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত কোন নির্দেশের সাথে এই পরিপত্রের অথবা পরিশিষ্ট-১ এর বক্তব্যের কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে, সেই ক্ষেত্রে এই পরিপত্রের /পরিশিষ্টের নির্দেশ বলবৎ হইবে এবং পূর্বের নির্দেশটি বাতিল হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৬। এখন হইতে বর্ণিত এই নীতিমালার আলোকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) সমূহের স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেওয়া হইল।

স্বা:/-
(আবদুল্লা হারুন পাশা)
সচিব

সংযুক্ত : পরিশিষ্ট-১(৩) পাতা।

বিতরণ :

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/যশোর/রাজশাহী।
৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-১

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) স্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ন্যূনতম চাহিদা শর্ত/ পূরণ আবশ্যক হইবে।

ক্রঃ নং	পূরণীয় শর্ত	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম)	মাধ্যমিক (৯ম-১০ম) দাখিল মাদ্রাসা (১ম-১০ম)	মহাবিদ্যালয় (১১শ-১২শ) আলীম মাদ্রাসা (১ম-১২শ)	মন্তব্য
১।	প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম দূরত্ব	১ কি.মি. (পৌর ও শিল্প এলাকা) ৩ কি.মি. (মফস্বল এলাকা)	১ কি.মি. (পৌর ও শিল্প এলাকা) ৪ কি.মি. (মফস্বল এলাকা)	২ কি.মি. (পৌর ও শিল্প এলাকা) ৬ কি.মি. (মফস্বল এলাকা)	যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক বাধা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য।
২।	প্রতিষ্ঠান- এলাকার ন্যূনতম জনসংখ্যা	৮,০০০ (আট হাজার)	১০,০০০ (দশ হাজার)	৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার)	আবেদনে যে এলাকার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব করা হইয়াছে সেই এলাকার বর্ণনা দিতে হইবে।
৩।	ন্যূনতম শিক্ষার্থীর সংখ্যা (ক) সাধারণ শিক্ষা ১। সহশিক্ষা ও শুধু বালক প্রতিষ্ঠানে	২০০ জন (শহর এলাকা) ১৫০ জন (মফস্বল এলাকা)	১৩০ জন (শহর এলাকা) ১০০ জন (মফস্বল এলাকা)	২৫০ জন (শহর এলাকা) ২০০ জন (মফস্বল এলাকা)	প্রতি শ্রেণীতে সাধারণ এবং মাদ্রাসা উভয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০ জন শিক্ষার্থী থাকিতে হইবে। হাওড়, বাওড়, পার্বত্য এলাকা শিথিলযোগ্য।
	২। শুধু বালিকাদের প্রতিষ্ঠানে	১৮০ জন (শহর এলাকা) ১২০ জন (মফস্বল এলাকা)	১২০ জন (শহর এলাকা) ৮০ জন (মফস্বল এলাকা)	২০০ জন (শহর এলাকা) ১৫০ জন (মফস্বল এলাকা)	
	৩। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত			১২০ জন (শহর এলাকা) ১০০ জন (মফস্বল এলাকা)	
	(খ) মাদ্রাসা শিক্ষা ১। সহশিক্ষা ও শুধু বালক		৩০০ জন (শহর এলাকা) ২৫০ জন (মফস্বল এলাকা)	৪০০ জন (শহর এলাকা) ৩০০ জন (মফস্বল এলাকা)	দাখিল মাদ্রাসাকে আলীম উন্নীতকরণের জন্য ১১শ-১২শ শ্রেণীতে দাখিল উত্তীর্ণ [illegible] শিক্ষার্থী থাকিতে
	[illegible]		২৫০ জন (শহর	৩০০ জন (শহর	

৪।	নিজস্ব জমির পরিমাণ	০.২০ একর (মেট্রো এলাকা) ০.৩০ একর (পৌর এলাকা) ০.৫০ একর (মফস্বল এলাকা)	০.২৫ একর (মেট্রো এলাকা) ০.৫০ একর (পৌর এলাকা) ০.৭৫ একর (মফস্বল এলাকা)	০.৫০ একর (মেট্রো এলাকা) ০.৭৫ একর (পৌর এলাকা) ১.০০ একর (মফস্বল এলাকা)	প্রতিষ্ঠানের নামে হস্তান্তর এবং নাম জারী করিতে হইবে। ধর্মীয় ট্রাস্ট/সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জমি প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দ করিয়া দিতে হইবে। পরবর্তী পর্যায়ে এই জমি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলিবে না। মেট্রো এলাকায় শিথিলযোগ্য।
৫।	বিদ্যালয় ভবন/নিজস্ব ঘর	ছাত্র প্রতি ১ বঃমিঃ/ন্যূনতম ১০০০ বঃমিঃ পাকা/আধা পাকা/টিনসেট ভবন	ছাত্র প্রতি ১ বঃমিঃ/ন্যূনতম প্রয়োজন অনুযায়ী পাকা/আধা পাকা/টিনসেট ভবন	ছাত্র প্রতি ১ বঃমিঃ/ন্যূনতম প্রয়োজন অনুযায়ী পাকা/আধা পাকা/টিনসেট ভবন	প্রতিষ্ঠান প্রধানের জন্য কক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কমনরুম, গ্রন্থাগার, প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, অফিস কক্ষ, বিজ্ঞানাগার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রতিষ্ঠানে থাকিতে হইবে।
৬।	শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা	অনুমোদিত স্টাফিং প্যাটার্ণ অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন	অনুমোদিত স্টাফিং প্যাটার্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন	অনুমোদিত স্টাফিং প্যাটার্ন অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন	
৭।	লাইব্রেরী	১০০০ বই	২০০০ বই	২০০০ বই	স্বতন্ত্র লাইব্রেরী থাকিতে হইবে এবং পাঠ্য সহায়ক বই থাকিতে হইবে।
৮।	তহবিল	টাঃ ৩০,০০০ সংরক্ষিত তহবিল টাঃ ৩০,০০০ সাধারণ তহবিল	টাঃ ৫০,০০০ সংরক্ষিত তহবিল টাঃ ৩০,০০০ সাধারণ তহবিল	টাঃ ১,০০,০০০ সংরক্ষিত তহবিল টাঃ ৫০,০০০ সাধারণ তহবিল	সংরক্ষিত তহবিলের অর্থে প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্র ক্রয় করিতে হইবে/স্থায়ী আমানত হিসাবে রাখা যাইবে।
৯।	ব্যক্তির নামে নামকরণ	১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা	১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ) টাকা	২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা	
১০।	পাঠ্যক্রম	জাতীয় শিক্ষাক্রম [illegible]	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও [illegible]	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও [illegible]	